দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্রী উপবৃত্তি এবং একটি অভিজ্ঞতা

দেশে নারীশিক্ষার প্রসারতার জন্য সরকার উপবৃত্তি চালু করেছেন নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ পদক্ষেপ। শিক্ষিতা মাতাই শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যাদের জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তারা কি শিক্ষিত হচ্ছে? যদি সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় তবে এই কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই। এই কর্মসূচির অধীন ছাত্রীদেরকে বিদ্যালয়ে মোট কার্যদিনের ৭৫% উপস্থিত থাকতে হবে এবং গড়ে ৪৫% নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে। সেদিন স্থানীয় এক ব্যাংকে গেলাম ব্যক্তিগত কাজে। উপবৃত্তি দেবার জন্য নিজ কাজ সম্পন্ন করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। একে একে ছাত্রীদের নাম ডেকে ব্যাংক কর্মকর্তা স্বাক্ষর করাচ্ছেন। ৮ম শ্রেণীতে পড়ে অনেক ছাত্রীই নিজের নাম সঠিকভাবে লিখতে পারছে না। তার কলম ধরা ও লেখা দেখে সন্দেহ হয় তার প্রাইমারি বিদ্যা আছে কিনা? কর্মকর্তা মহোদয় প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে বললেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় বললেন আমাদের উপায় নেই। চাকরি থাকে না, ম্যানেজিং কমিটির চাপ, স্থানীয় প্রভাব ইত্যাদি। ভাবখানা এই আমার মেয়ে লেখাপড়া করুক কিংবা নাই করুক, নাম সহি কোনক্রমে পারলেই টাকা পাবে। আমার মনে হয় অনেক স্থানেই এই চিত্র ভেসে আসবে। তাই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবদাসস্যানাল
জোনাইল,নাটোর।